

‘শরণার্থীদের অধিকার দেওয়া আমার গ্যারান্টি’

ঠাকুরনগর থেকে মতুয়াদের আশ্বাসবার্তা মোদির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঠাকুরনগর ও ছগলি, ২৬ এপ্রিলঃ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের অস্তিম লগ্নে প্রচারের পারদ এখন তুঙ্গে। শেষ দফার ভোটের আগে এটাই ছিল শেষ রবিবার, আর সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই মতুয়া মহাসংঘের পূণ্যভূমি ঠাকুরনগরে দাঁড়িয়ে বড়সড় আশ্বাসবার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন মতুয়া ও নমশূদ্র সম্প্রদায়ের আবেগকে ছুঁয়ে তিনি সাফ জানালেন, প্রথম দফার ভোটের বাংলা ‘কামাল’ করে দিয়েছে। তাঁর দাবি, যে হারে মানুষ বৃথমুখী হয়েছেন, তাতে স্পষ্ট যে তৃণমূলের অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে এবং দ্বিতীয় দফায় বিজেপির সরকার গঠন কেবল সময়ের অপেক্ষা। এদিনের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মূলত শরণার্থী ও উদ্বাস্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ওপর জোর দেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের কথা। মোদি বলেন, “যখন পূর্ব বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়ে শরণার্থীরা এ দেশে এসেছিলেন, তখন তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনও সরকার ছিল না। কিন্তু জনসংঘ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেদিন তাঁদের হয়ে সওয়াল করেছিলেন। আজ তাঁর সেই আদর্শ ও সংস্কারই আমাদের পাথেয়। দেশভাগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত শরণার্থী ভারতে এসেছেন, তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা ভারতের ঐতিহাসিক দায়িত্ব বলে মনে করা।” এই প্রসঙ্গেই তিনি সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের কথা উল্লেখ করে ঘোষণা করেন, “আমি স্পষ্ট বলছি, আপনাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। আপনারা স্থায়ী চিঠিদান পাবেন এবং একজন ভারতবাসী হিসেবে প্রযোজনীয় প্রতিটি নথিপত্র আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এটা মোদির গ্যারান্টি।” তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “১৫ বছর আগে যারা ‘মা-মান্না-মানুষ-এর স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল, আজ তাদের মুখে আর সেই বুলি শোনা যায় না।” তাঁর মতে, শাসক দলের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে বলেই তারা আজ জনসংঘের ভয়ে সীটিয়ে আসছে। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান, “আগামী ৪

মে আপনারা ধুমধাম করে বাজনা বাজিয়ে তৃণমূলকে বিদায় দিন। বাংলায় এখন একটাই দোকান চলছে, আর তা হল তৃণমূলের সিভিকিট আর কাটমানির দোকান। এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজা থেকে তাড়াতেই হবে।” বক্তৃতার শেষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বীরত্বগাথা স্মরণ করে মোদি বলেন, “নেতাজি বলেছিলেন রক্তের বদলে স্বাধীনতার কথা। আজ আমি আপনাদের কাছে

ফেলে, এখন সেটাই দেখার। রবিবার ঠাকুরনগরের মেগা সভার পর ছগলির হরিপালে ঝোড়ো প্রচার সারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখান থেকেও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণের ধার আরও বাড়ান তিনি। এদিন মোদির ভাষণে উঠে আসে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে নিয়োগ দুর্নীতি ও কয়লা পাচারের মতো



কেবল একটি করে ভোট চাইছি। আপনাদের ওই একটি ভোটেই বাংলাকে তৃণমূলের কাটমানি, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন এবং সিভিকিটরাজের অভিশাপ থেকে ‘আজাদি’ বা মুক্তি এনে দেবো।” প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি বাক্যেই এদিন ছিল প্রবল আত্মবিশ্বাসের সুর। তাঁর দাবি, গোটা বাংলা এখন একটাই আওয়াজ তুলছে - ‘পাস্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার’। ঠাকুরনগরের এই সভা থেকে মতুয়া ভোটব্যক্তিদের নিজের দিকে টানতে মোদি যে মাস্টারস্ট্রোক দিতে চাইলেন, তা নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে কতটা প্রভাব

একাধিক ইস্যু। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক সদর দফতর নবায় থেকে এখন আর সরকার চলে না এই সরকার আসলে পরিচালিত হয় তৃণমূলের গুন্ডা আর মন্তানদের অঙ্গুলিহেলনে। এদিন মোদির বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে উঠে আসে আইপ্যাক মামলা প্রসঙ্গ। সূপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশের কথা মনে করিয়ে তৃণমূলকে একহাত নেন প্রধানমন্ত্রী। কয়লা পাচার মামলায় ইউডি তদন্তে বাধার সৃষ্টি এবং প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগে সরব হয়ে তিনি বলেন, “কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে এই নির্মম সরকার বারবার

বাধা দেয়। কিন্তু সম্প্রতি সূপ্রিম কোর্ট তৃণমূল সরকারকে সজ্ঞারে থাঙ্গড় মেরেছে। তদন্তে বাধা দেওয়া এবং প্রমাণ লোপাটের চেষ্টাকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত লোকতন্ত্রের ওপর এক ভয়াবহ আঘাত হিসেবে বর্ণনা করেছে। সূপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা চলবে না।” হরিপালের জনসভা থেকে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির কড়া সমালোচনা করে মোদি বলেন, “তৃণমূল সরকার নিজেদের কুকর্মের কারণে সাধারণ মানুষের ভরসা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে। আজ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিচার পাওয়ার জন্য লোককে প্রায়ই আদালতের দরজায় কড়া নাড়তে হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে কয়লা পাচার কিংবা গরু পাচার - কোনও ক্ষেত্রেই তৃণমূল প্রশাসন সঠিক তদন্ত করেনি। ফলে বারবার আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।” গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের হিংসার প্রসঙ্গ টেনে তিনি মনে করিয়ে দেন যে, রাজ্য সরকারের ওপর ভরসা রাখতে না পেরে আদালতকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিতে হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই সরকারের নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা এখন শূন্য। প্রথম দফার নির্বাচনে বিপুল হারে ভোটদান নিয়ে তৃণমূলের অস্বস্তির কথা উল্লেখ করে মোদি বিক্রমের সুরে বলেন, “কিছু মানুষের ঘুম উড়ে গিয়েছে। এই বিপুল ভোটদান দেখে তাঁরা এখন যথেষ্ট চিন্তিত। তৃণমূল হয়তো ভাবতেও পারেনি যে মানুষ এভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভোট দেনে। গত ১৫ বছর ধরে এই ভোটারদের ভয় দেখানো হয়েছে, তাদের ওপর অকথা অত্যাচার চালানো হয়েছে। এবার সেই সব ভয়ের বিরুদ্ধেই মানুষ ইতিএমে জবাব দিয়েছেন।” মোদির দাবি, বাংলার মানুষ এখন তৃণমূলের সন্ত্রাস থেকে মুক্তি চান এবং বিজেপির ‘ভরসার সরকার’ গড়তে একজোট হয়েছেন। হরিপালের এই সভা থেকে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, শেষ দফার লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও রাজি নয় বিজেপি।

বস্তিতে বস্তিতে গদ্দারের লোকরা ৫ হাজার টাকা করে দেবে! মমতা



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ এপ্রিলঃ ভবানীপুরে ভোটের আগে বস্তিতে বস্তিতে টাকা ছড়ানো হতে পারে। রবিবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট প্রচারে গিয়ে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন খিদিরপুরের মনসাতলার জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে গদ্দারের লোকেরা ৫ হাজার টাকা করে দেবে, বলবে ভোট দিতে। পরে ওরাই গালাগাল করবে।” শুধু টাকা ছড়ানোর আশঙ্কা নয়, এ দিন ভবানীপুরে ভোটের সময় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলনেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “আমার কাছে খবর আছে, কোনওরকম ঝামেলা হলে দাঙ্গা সৃষ্টি হবে। আমরা নিজেদের প্রফেশনাল রাখবো। আপনাদের প্রফেশনাল রাখবো। আপনারা কথা দিন কোনও সমস্যা করবেন না। এখানের পুলিশও বিজেপির লোক। আমাকে ভুলে গেছে। আপনাদের এখানে মেশিন খারাপ করার কথা। আমি

দেখেছি, খারাপ মেশিনে যাকে ভোট দেবেন বিজেপির কাছে ভোট চলে যাবে। ভোট থেকে কাউন্টিং পর্যন্ত দরকারে খাবার বানাবেন না, ভোটের মেশিন পাহারা দিন। সেটাই ফোর্স যা করে করতে দিন।” এর পাশাপাশি এ দিন ভোটের স্লিপ জেরক্স করে রেখে দেওয়ার জন্যও ভোটারদের পরামর্শ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ভবিষ্যতে এনআরসি চালু হলে এই ভোটার স্লিপ কাজে লাগবে। ভোট দেওয়ার পরেও ভোটার স্লিপের জেরক্স কপি যত্ন করে রেখে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন ভবানীপুরের দুটি সভা থেকে এই মন্তব্য করেন তৃণমূলনেত্রী। ভোটার স্লিপের জেরক্স ভবিষ্যতে এনআরসি শুরু হলে কাজে লাগবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “বিএলও যে ভোটার স্লিপটা দিয়েছে সেটার

জেরক্স কপি যত্ন করে রেখে দেবেন। এটা আপনাদের প্রমাণ। ভবিষ্যতে নথি হিসেবে কাজে লাগবে। কারণ এর পর এনআরসি হবে। যদিও আমরা এখানে এনআরসি করতে দেবো না।” খিদিরপুরের মনসাতলার আগে ভবানীপুরে আরও একটি সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা থেকেও ভোটার স্লিপ নিয়ে একই পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী এবার রাজনৈতিক দলগুলি ছাড়াও বিএলও-রা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার স্লিপ দিয়ে আসছেন। ভোটের দিন ওই স্লিপ নিয়েই ভোটারদের বুথে যেতে হচ্ছে। তবে এ দিনও নিজের এবং তৃণমূলের জয় নিয়ে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, প্রথম দফাতেই তৃণমূলের আসন সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দফার ভোটের পর তৃণমূল ডবল সেঞ্চুরি করবে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

‘বাম, কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ এপ্রিলঃ তৃণমূলের হয়ে প্রচারে বাংলায় এসেছেন তিনি। রবিবার বেলেঘাটার কুলাল ঘোষের সমর্থনে প্রচার করতে গিয়ে বাম ও কংগ্রেসকে নিশানা করলেন আম আদমি পাটি সূপ্রিমো অরবিন্দ কেজুরীবালা। বাম ও কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানালেন তিনি। এর কারণও ব্যাখ্যা করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে অরপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করলেন কেজুরীবালা। এদিন বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী কুলাল ঘোষকে পাশে নিয়ে বাম ও কংগ্রেসকে নিশানা করে কেজুরীবালা বলেন, “ভোট ভাগ হতে দেবেন না। কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না। বামদের ভোট দেবেন না। ভোট নষ্ট হবে। ওরা জিততে চায় না। ওরা ভোট কাটতে চায়। তাই, তৃণমূল প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে জেতানো।” একসময় ইন্ডি জোট বাম, কংগ্রেস, তৃণমূলের সঙ্গে ছিল আপা। তবে এখন কেজুরীর দল ইন্ডি জোটের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছে। এই অর্থহীন মতামত তৃণমূলের হয়ে ভোট প্রচারে এসে বাম ও কংগ্রেসকে এক হাত নেন আপ সূপ্রিমো। অরপূর্ণা ভান্ডারে মহিলাদের মাসে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি। তা নিয়ে কটাক্ষ করে কেজুরীবালা বলেন, “গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সিল্লিতে নির্বাচনের সময় বলেছিল, ৮ মার্চ থেকে প্রত্যেক মহিলার অ্যাকাউন্টে আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। আরও একটি মার্চ চলে গেছে। এক বছর পেরিয়ে গেলেও মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। আর মোদিজি এখানে এসে বলছেন, মহিলাদের অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা দেবেন। উনি দেবেন না। বরং নিয়ে নেবেন। তাই বিজেপিকে ভুল করেও ভোট দেবেন না।” তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “আপনারা খুব ভালো লড়াই করছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে হিন্দুত্ব দরকার। বাংলার মানুষ যেভাবে লড়ছেন, আমরা সবাই আপনাদের পাশে রয়েছি। আমরা দিদির পাশে রয়েছি।”

‘ষড়যন্ত্র করে নাম বাদ দিয়েছেন মমতা’ রানাঘাটে মতুয়া আবেগে শান দিয়ে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, রানাঘাট, ২৬ এপ্রিলঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের অস্তিম লগ্নে এসে নদিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর আরও চড়ালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার নদিয়ায় জোড়া জনসভা ছিল তাঁর। প্রথমে তেইট্ট এবং পরে রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রের সভায় যোগ দিয়ে শাহ দাবি করেন, প্রথম দফার ভোটেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনের অবসান নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর দাবি অনুযায়ী, প্রথম দফার ১৫২টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই ১১০টির বেশি আসন দখল করতে চলেছে। আর বাকি কাজটা দ্বিতীয় দফার ভোটের

মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হবে বলে তিনি মনে করেন। এদিনের সভা থেকে অমিত শাহের নামে নদিয়ার মাটিতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া এবং অনুপ্রবেশের সমস্যা। মতুয়া ও নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ আশ্বাসবার্তা দিয়ে তিনি বলেন, “মমতা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে অনেক মতুয়া ও নমশূদ্র ভাই-বোনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। রাজ্যে বিজেপির সরকার আসতে দিন, ৫ তারিখের পর আমরা প্রত্যেকের নাম সসম্মানে ভোটার তালিকায় ফিরিয়ে আনব।”



শাহের এই মন্তব্য রানাঘাটের মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূল নেত্রীর

আপত্তির জবাব দিয়ে শাহ বলেন, “আমি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলি বলে দিদি আমার ওপর খুব রেগে যান। উনি বারবার প্রশ্ন করেন কেন আমি এটা করছি। কিন্তু আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, ৫ তারিখের পর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে বের করা হবে এবং তাদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। বাংলা হবে অনুপ্রবেশমুক্ত।” শনিবারের সুর বজায় রেখেই শাহ এদিন পুনর্ব্যক্ত করেন যে, সিএএ বা নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে মতুয়াদের অধিকার সুরক্ষিত করা বিজেপির প্রধান লক্ষ্য। মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়াদের মধ্যে যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন তিনি। শাহের কথায়, “মতুয়া সমাজ আমাদের প্রাণ। তাঁদের স্বার্থরক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। বিজেপি সরকার গড়লে মতুয়া ও নমশূদ্র পরিবারের প্রতিটি সদস্য এ দেশের নাগরিকত্ব পাবেন এবং কেউ তাঁদের অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না।” নদিয়ার এই জোড়া সভা থেকে শাহ যে কেবল মোকররগের রাজনীতিতে শান দিলেন তাই নয়, বরং প্রান্তিক ভোটারদের মন জয় করে দ্বিতীয় দফার আগে পদ্ম শিবিরের জমি আরও শক্ত করার চেষ্টা করলেন।

‘লতায় পাতায় আমি আছি, পালাবে কোথায়!’

বিজেপিকে তুলোধোনা অভিষেকের



নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট, ২৬ এপ্রিলঃ ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই চড়ছে ডায়মন্ড হারবারের রাজনীতির পারদ। রবিবার মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী সামিম হোসেনের মতুয়া ও নমশূদ্র পরিবারের প্রতিটি সদস্য এ দেশের নাগরিকত্ব পাবেন এবং কেউ তাঁদের অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না।” নদিয়ার এই জোড়া সভা থেকে শাহ যে কেবল মোকররগের রাজনীতিতে শান দিলেন তাই নয়, বরং প্রান্তিক ভোটারদের মন জয় করে দ্বিতীয় দফার আগে পদ্ম শিবিরের জমি আরও শক্ত করার চেষ্টা করলেন।

জানান, ওই গোপন বৈঠকের ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে এবং পুলিশ ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ প্রশাসনে সাংস্প্রতিক রদবদল নিয়েও এদিন নির্বাচন কমিশনকে বিধেয়েন অভিযেক। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের তদন্তে বিজেপি নেতাদের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি অফিসার বদলে দেওয়া হয়েছে। অভিযেকের কথায়, “পুলিশ তদন্ত করছে বলেই ডায়মন্ড হারবারের পুলিশের বদল করেছে কমিশন। অফিসার বদলে অভিযেককে জঙ্গ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু লাভ হবে না, ৪ তারিখ ভোট হবে। ডায়মন্ড হারবার থেকে মগরাহাট, সব জায়গাতেই তৃণমূলের জয়ের মার্জিন বাড়বে।” এদিন অভিযেকের নিশানায় ছিলেন, নওশাদ। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেবল আক্রমণই নয়, নির্বাচন কমিশনের গোপন বৈঠকের বিবরণিক তথ্যও এদিন জনসভা থেকে ফাঁস করেন তিনি। পাশাপাশি সামিমকে দীর্ঘদিনের কবী এবং মগরাহাট পশ্চিমের প্রার্থী হিসেবে পরিচয় করিয়ে, তাঁকে বিপুল ভোটে জেতানোর আহ্বান জানান অভিযেক। অভিযেক বলেন, “এদিন মগরাহাটের সভা কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে।” সেই মঞ্চ থেকেই অভিযেক দাবি করেন, বিজেপি প্রার্থী এবং কমিশনের লোক বেশ কয়েকজন মিলে সাগরিকা হোটেলের ২০৮ নম্বর ঘরে একটি গোপন বৈঠক করেছেন। অভিযেক হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, “ওরা ভাবছে কেউ দেখেছে না? এখানে আকাশে-বাতাসে, জেটিতে, লতায়-পাতায়, সব জায়গায় আমি আছি। পালাবে কোথায়? খাবারের দোকান থেকে হোটেল, সব জায়গায় আমার লোক রয়েছে।” তিনি আরও

আরও কড়া কমিশন, দ্বিতীয় দফার আগে ৪ ডিইও, আরও-কে নিয়ে বৈঠক সিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ এপ্রিলঃ আগামী দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিবিষ্ট ও শান্তিপূর্ণ করতে তৎপর প্রশাসন। এই লক্ষ্যেই কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার (সিপি) অজয় নন্দা। বৈঠকে কলকাতার দুই ব্লো নির্বাচনী অধিকারিক এবং দুই ২৪ পরগনার ডিইও-রা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সিভিল ও পুলিশ সেক্টর অফিসার এবং জেনারেল ও স্পেশ্যাল পর্যবেক্ষকরাও এই বৈঠকে অংশ নেন। ভোটের দিন নিরাপত্তার কোনো ফাঁক রাখতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোটের দিন কোথায়, কীভাবে এবং কত পুলিশ মোতায়েন থাকবে, তা নিয়ে এই বৈঠকে বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া কৃষিক রেসপন্স টিম, এইচআরএফএস এবং কন্ট্রোল রুমের

ব্যবস্থাপনা নিয়েও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা কী হবে এবং কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার মোকাফেলা কীভাবে করা হবে, তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও নির্দেশনা সফলিত একটি ‘পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট বুকলেট’ বা নির্দেশিকা প্রত্যেক পুলিশ কর্মী ও অফিসারকে প্রদান করা হয়েছে, যাতে ভোটের দিন কাজের ক্ষেত্রে কোনো বিভ্রান্তি না থাকে। নির্বাচন কমিশনের বাইক মিছিল সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে সিপি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্ট যে নির্দিষ্ট



চ্যালেঞ্জ। কমিশনের এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক থেকে স্পষ্ট যে, ভোটের দিন কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বরাদ্দ করা হবে না। ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং পুলিশ প্রশাসনকে যে এখন থেকেই পূর্ণাঙ্গায়িত সক্রিয় হতে হবে, এদিনের বৈঠক থেকে সেই বার্তাই স্পষ্ট করে দিল নির্বাচন কমিশন।

নির্দেশ দিয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। উল্লেখ্য ভোটের ৭২ ঘণ্টা আগে বাইক ব্যানের নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। দ্বিতীয় দফায় শান্তি বজায় রাখাই এখন প্রশাসনের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ। কমিশনের এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক থেকে স্পষ্ট যে, ভোটের দিন কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বরাদ্দ করা হবে না। ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং পুলিশ প্রশাসনকে যে এখন থেকেই পূর্ণাঙ্গায়িত সক্রিয় হতে হবে, এদিনের বৈঠক থেকে সেই বার্তাই স্পষ্ট করে দিল নির্বাচন কমিশন।

সিইও জানিয়েছেন কমিশনের লক্ষ্য ৯০ শতাংশ ভোটদান। সিইও জানান, বাংলার মানুষ বরাবরই ভোটদানে উৎসাহী। এখানে সাধারণত ৮০ শতাংশের আশেপাশে ভোট পড়ে। তবে এবার কমিশনের লক্ষ্য আরও উঁচুতে। তিনি বলেন, “ভোট দেওয়া সবার মৌলিক অধিকার। আমরা আবেদন জানিয়েছি যাতে এবার ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ বৃথমুখী হবেন না। সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করছি, আপনারা নির্ভয়ে ভোট দিতে যান।” ভোটের দিন অশান্তি রূপান্তরে একগুচ্ছ কড়া ব্যবস্থার কথা শুনিয়েছেন সিইও। কমিশনের কড়া বাওয়াইয়ের মধ্যে রয়েছে, সিসিটিভি ও লাইভ ফিড। তিনি বলেন, “প্রতিটি বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে। সরাসরি কমিশনের অফিস থেকে ‘লাইভ ফিড’ দেখা যাবে। বুথের ভেতরে ভোটার এবং অধিকারিক ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।”

দিল্লি-এনসিআরে তাপপ্রবাহ অব্যাহত, সোমবার থেকে মিলতে পারে স্বস্তি



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ এপ্রিলঃ দিল্লি এবং সংলগ্ন এনসিআর এলাকায় তীব্র গরম ও লু-এর দাপট রবিবারও অব্যাহত থাকার আশঙ্কা রয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে আসা গরম হাওয়ায় কারণে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি রয়েছে। তবে সোমবার থেকে কিছুটা স্বস্তির সম্ভাবনা রয়েছে। সেদিন আংশিক মেঘলা আকাশের সঙ্গে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারবে।শনিবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় আংশিক মেঘলা আকাশ এবং কিছু এলাকায় লু বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ‘ হলুদ সতর্কতা’ জারি করা হয়েছে।শনিবার দিল্লিতে সবেচঁচ তাপমাত্রা ৪২ থেকে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে। রাতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় প্রায় ১৫ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে। ২৬ এপ্রিল আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও তাপমাত্রা ৪১-৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস।তবে সোমবার (২৭ এপ্রিল) থেকে কিছুটা স্বস্তির সম্ভাবনা রয়েছে। সেদিন আংশিক মেঘলা আকাশের সঙ্গে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। দিনের বেলায় বাতাসের গতি ৬০-৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী তিন দিন দিল্লি-এনসিআর, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে তাপপ্রবাহ চলবে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতে কয়েকটি স্থানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

কুণাল ঘোষের সমর্থনে কলকাতায় প্রচার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের



কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কুণাল ঘোষের সমর্থনে রবিবার প্রচারে আসেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালা। তিনি এবারের বাংলার এই নির্বাচনকে দেশে বাতাসের লড়াই বলে উল্লেখ করেন। তিনি দাবি করেন, বাংলায় বিজেপির বিরুদ্ধে যে লড়াই চলছে, তা গোটা দেশ নজর রাখছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, আপনারা কি সন্তোষবাদী যে এত বাহিনী পাঠানো হয়েছে? ভোটার তালিকা নিয়েও গুরুতর অভিযোগ তোলেন তিনি। কেজরিওয়ালের দাবি, লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এরা মাধ্যমে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। তাঁর কথায়, আপনার নাম ফেটে গেলে আপনাকে ভারতীয় নয় বলবে- এটা গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার উন্নয়নমূলক প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে এবং মানুষের আর্থিক সুবিধাও কেড়ে নেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের প্রশংসা করে বলেন, দিদি কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হটছেন, তবুও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ব্রুক্স ব্রাঞ্জে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে ২০২৭ সালের জনগণনাকে সফল করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল(সংবাদ সংস্থা) মন কি বাত অনুষ্ঠানে ২০২৭ সালের জনগণনাকে সফল করার আহ্বান জানানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান চলছে এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের এ সম্পর্কে জানা জরুরি। এটি হলো জনগণনা অভিযান, বিশ্বের বৃহত্তম জনগণনা কার্যক্রম। যাঁরা আগে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছেন, তাঁদের কাছে এবারের অভিজ্ঞতা ভিন্ন মনে হবে। জনগণনা ২০২৭ ডিজিটাল করা হয়েছে। সমস্ত তথ্য সরাসরি ডিজিটাল মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এবার জনগণনায় আপনারদের অংশগ্রহণও সহজ করা হয়েছে। আপনারা নিজেরাও নিজেরদের তথ্য পূরণ করতে পারবেন। কর্মী আপনার বাড়িতে যাওয়ার ১৫ দিন আগে থেকেই এই সুবিধাটি পাবেন। আপনার সুবিধামতো সময়ে আপনি আপনার বিবরণ পূরণ করতে পারবেন। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার পর, আপনি একটি বিশেষ আইডি পাবেন। এই আইডিটি আপনার মোবাইল বা ইমেইলে পাঠানো হবে। পরে, যখন কর্মী আপনার বাড়িতে আসবেন, তখন আপনি আপনার বিবরণ যাচাই করার জন্য এই আইডিটি দেখাতে পারবেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, সেসব রাজ্যে প্রেলফ-এনুমারেশন সম্পন্ন হয়েছে, সেখানে জনগণনা কর্মীদের দ্বারা বাড়ি তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ পরিবারের বাড়ি তালিকাভুক্ত করার কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের জনগণনা শুধু সরকারের কাজ নয় এটি আমাদের সকলের একটি সম্মিলিত দায়িত্ব। আপনারদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



আপনারা যে তথ্য প্রদান করেন তা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং গোপন রাখা হয়। এটি শক্তিশালী ডিজিটাল নিরাপত্তা দ্বারা সুরক্ষিত। আসুন আমরা সবাই একত্রিত হয়ে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিই। আসুন আমরা জনগণনা ২০২৭-কে সফল করি। অন্যদিকে মন কি বাত অনুষ্ঠানে কবিশঙ্কর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১৬৩-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই মাসে দেশের বিভিন্ন অংশে নানা উৎসবের পাশাপাশি নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে। খুব শীঘ্রই, আগামী ৯ মে, আমরা ২৫-এ বৈশাখ উপলক্ষে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী পালন করব। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কবিশঙ্কর রবীন্দ্রসংগীত আজও বিশ্বজুড়ে মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে। শান্তিনিকেতনে আমার সফর চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটি সেই প্রতিষ্ঠান, যাকে তিনি পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে লালন ও বিকশিত করেছিলেন। আমি তাঁকে আবারও আমার সম্রাট শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, মে মাস আমাদের

১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের কথাও মনে করিয়ে দেয়। আমি ভাষ্যমাতার সেই সকল বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যারা মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন।মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, আমাদের দেশে ২৬ জানুয়ারি, অর্থাৎ নেতাজি সুভাষের জন্মবার্ষিকী থেকে ৬০ জানুয়ারি, অর্থাৎ গান্ধীজির মৃত্যুবার্ষিকী পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বিটিং রিট্রিট। আমি আপনারদের সঙ্গে বিটিং রিট্রিট নিয়ে আলোচনা করছি, কারণ এর পেছনে একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তের মাধ্যমে সংগীতের অন্তর্ভুক্তি বেড়েছে এবং দেশের মানুষও তা পছন্দ করছেন। এ বছরের বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানটি বেশ স্মরণীয় ছিল। বিমান বাহিনী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং সি.এ.পি.এফ.-এর ব্যান্ড গুলো চমকার পরিবেশনা করেছে। অন্যদিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ে প্রযুক্তি জীবনের অবিচ্ছেয় অংশ হয়ে

অসমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ধৃত আরও ২০ জন অনুপ্রবেশকারী, রাতারাতি পুষ্যাক



গুয়াহাটি, ২৬ এপ্রিল : অসমের ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তে তরুণ-তরুণী, শিশু, প্রবীণ-প্রবীণা এবং মধ্য বয়স্ক মহিলা সহ আরও ২০ জন অবৈধ বাংলাদেশকে পাকড়াও করে রাতারাতি তাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা তাঁর অফিশিয়াল সামাজিক মাধ্যম এন্ড হ্যাণ্ডলে এ খবর দিয়েছেন। তিনি জানান, রাতারাতি ২০ জন অবৈধ বাংলাদেশকে সীমান্ত পার করে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।এক্স-এড. শৰ্মা একটি হিন্দি প্রবাদ ‘লাটো কে ভূত বার্তো সে নেহি মানতে’ উদ্ধৃত করেছেন। প্রবাদের অর্থ প্রায় এমন, ‘যারা কেবল লাঠি-বাৰস্থাই বোঝে, তাদের কথায় বোঝানো যায় না।’ এই প্রবাদের মাধ্যমে তিনি স্বেচ্ছায় রাজা ছাড়তে অস্বীকার করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের যৌক্তিকতা তুলে ধরেনাড. শৰ্মা লিখেছেন, ‘ অসম থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বহিস্কার করার সময় আমরা নিজেদের এই কথার বারবার স্মরণ করিয়ে দিই, যারা স্বইচ্ছায় যেতে চায় না।’ তিনি আরও বলেন, অসম লড়াই চালিয়ে যাবে এবং এ ধরনের পুষ্যাক অভিযানও চলতে থাকবে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিদিন প্রায় ২০ থেকে ৬০ জন অবৈধ

অভিবাসীকে অসম সীমান্ত দিয়ে ফেরত পাঠাচ্ছে। তিনি স্বীকার করেন, আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃহ পরিসরে বহিস্কার করা বাস্তবে সহজ নয়ড. হিমন্তবিশ্ব তাঁর সরকারের সামগ্রিক কৌশলকে ‘ নাগরিক অবাধ্যতা ও অসংযোগ’ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা মহাত্মা গান্ধীর ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত। এর লক্ষ্য হলো, শুধুমাত্র বলপূর্বক বহিস্কারের ওপর নির্ভর না করে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা, যাতে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য রাজ্যে থাকা কঠিন হয়ে ওঠে।এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী অবৈধ অভিবাসী এবং অসমের স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, স্থানীয় মুসলিমদের হয়রানি করা উচিত নয়, তাঁদের নাম করে অবৈধ অভিবাসীদের আশ্রয় দেওয়াও গ্রহণযোগ্য নয়।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২১ এপ্রিল ভোররাতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের অসমে প্রবেশের সময় বিএসএফ-এর হাতে ধরা পড়েছিল ১৬ জন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিক। তরুণ-তরুণী, প্রবীণ-প্রবীণা এবং মধ্য বয়স্ক মহিলা সহ ধৃত ১৬ জন অনপ্রবেশকারীকে সেদিনই তাঁদের নিজের দেশ বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল বলে মনে হয়।

ওয়াশিংটনে নৈশভোজ অনুষ্ঠানে চলল গুলি ট্রাম্প সুরক্ষিত, ধৃত বন্দুকবাজ

ওয়াশিংটন, ২৬ এপ্রিল : আমেরিকার ওয়াশিংটনের হিটলন হোটেলে ‘হোয়াইট হাউস কনসপেণ্ডেন্ট স আ্যসোসিয়েশন’ ডিনার চলাকালীন বন্দুকবাজের হানা। মার্কিন স্পেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনেই পর পর গুলি চালায় ওই বন্দুকবাজ। তবে ট্রাম্প নিরাপদ রয়েছেন। তাঁর কোনও আঘাত লাগেনি। তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সিক্রেট সার্ভিসের আরও অধিকারিকেরা। বন্দুকবাজকে পাকাও করা হয়েছে। হামলাকারীকে প্রেফরাল করা হয়েছে বলে এক তৈয়োরাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প জানিয়েছেন। তিনি সিক্রেট সার্ভিস এবং আইন বলবতকারী সংস্থাগুলির

কর্মীদের সাহসিকতা ও দ্রুত পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, এ নিরাপত্তা কর্মীকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হলেও বুলেটপ্রক্ষ জ্যাকে থাকায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা জনসমাগম বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত

করতে পারবে না বলেও ট্রাম্প জানিয়েছেন।মার্কিন প্রেসিডেন্ট শনিবার রাতে ওয়াশিংটনের হোটেলে আয়োজিত ‘হোয়াইট হাউসের বার্ষিক নৈশভোজের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ওই নৈশভোজে আমেরিকার অনেক উচ্চপদস্থ কর্তাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরও ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে

উঠেছে, রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আমরা প্রযুক্তির বিস্ময় প্রত্যক্ষ করছি এটি আমাদের অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে নিবিষ্টে সংযুক্ত করে। এই প্রেক্ষাপটে, সাম্প্রতিক একটি ঘটনা শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্তদের এবং ইতিহাসপ্রেমীদের জন্য দারুণ আনন্দের বাতাঁ নিয়ে এসেছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মাত্র কিছুদিন আগে, ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া একটি বিশেষ পোর্টালে একটি অনন্য ডেভোস প্রকাশ করেছে।প্রতিষ্ঠানটি ২০ কোটিরও বেশি অমূল্য নথি ডিজিটাইজ করে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছে। আমি আপনারদের সকলকে অবশ্যই http://abhilekh.patal.in ওয়েবসাইটটি দেখার জন্য অনুরোধ করছি। এটি আপনারদের আমাদের ইতিহাস অন্বেষণের এক চমকার অভিজ্ঞতা দেবে।অন্যদিকে ভারতের দুধ ক্ষেত্রে এখন একটি বড় পরিবর্তন ঘটছে, রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এমনটাই জানানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, দুধ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন আমাদের ঐতিহ্যবাহী স্বাদগুলোকে একটি নতুন পরিচয় দিয়েছে। এখন ভারতীয় পনির বিশ্বজুড়ে নিজের জয়গা করে নিচ্ছে। ভারতের স্বাদ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের পাতৈ পৌঁছে যাচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, আমাদের দেশে খাবারের ঐতিহ্য শুধু স্বাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই ঐতিহ্যের একটি আকর্ষণীয় অংশ হলো ভারতের পনির। ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক পনির প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পনির ব্র্যান্ড গুলি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার পেয়েছে। এই সাফল্য সোশ্যাল মিডিয়াতেও ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল।

পূর্বস্থলীর সভা থেকে বিজেপি প্রার্থীদের নিশানা অভিষেকের

পূর্বস্থলী, ২৬ এপ্রিল :পূর্বস্থলীর জনসভা থেকে বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিজেপির প্রার্থী নিয়ে দলের লোকই ক্ষু্ধ। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটার সময়ে এই বিজেপি প্রার্থীর নামে অভিযোগ উঠেছিল। বাড়ি যাওয়ে হয়েছিল। প্রার্থী কৃষক ঘোষের বিরুদ্ধেই কন্নীরা বিক্ষোভে নানেন। এই সব লোক, যাদের দলের কেউ মনে না, তাদের চৈত্র সেলের মতো আপনারদের কাছে পাটিয়ে দিচ্ছে। মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছে।পূর্বস্থলীর মাত্রা এলাকায় সভা করতে এসে আরেক বিজেপি প্রার্থী গোপাল

হাওড়ার শিবপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে হেমন্ত সোরেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ২৬ এপ্রিল : রবিবার প্রচারের শেষ লগ্নে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. রানা চ্যাটার্জির সমর্থনে আয়োজিত রোড শো-তে অংশগ্রহণ করেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। টিকিয়াপাড়া থেকে বেলগাছিয়া সি এম ডি এ পর্যন্ত এই রোড শো-তে উপচে পড়া ভিড লক্ষ্য করা যায়। সাময়িক থমকে যায় যানবাহন চলচল।উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রিকে স্বাগত জানান প্রার্থী ডা. রানা চ্যাটার্জি। এরপর হুড খোলা গাড়িতে চেপে শুরু হয় রোড - শো। কার্যক্রমের সূচনা পর্বে রাস্তার দু'ধায়ে ভিড বাড়তে থাকে। কোথাও পুষ্পবৃষ্টি, কোথাও আবার শঙ্খধ্বনি-সব মিলিয়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয় গেটা এলাকা জুড়ে।গাড়ি থেকেই হাত নেড়ে জনতার উদ্দেশে অভিবাদন জানান সোরেন। তিনি



চট্টোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন জনসভায় তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কতে গিয়ে কোণাও দিন গোপাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্কুলের ধারেকাছে যাননি। বিজেপি কন্নীরাই তাঁর নাম লেখা দেওয়ালে গোবর লেপে দিচ্ছে।



বলেন, বাংলার উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের জরী করা জরুরি। তাঁর কথায়, মানুষের অধিকার রক্ষায় এই লড়াই আরও জোরদার করতে হবে।এদিকে, রোড শো ধিেরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের কথায়, এমন ভিড সাম্প্রতিক সময়ে খুব কমই দেখা গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটারে আগে এই জমায়েত শিবপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের সংগঠনিক শক্তির প্রতিফলন।

নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত কারওর আঘাতের খবর নেই।ট্রাম্প, মেলানিয়া ছাড়াও নৈশভোজের মূল টেবিলে ছিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ডাউ। নৈশভোজের অনুষ্ঠানে ঠিক কী ঘটেছিল, সাংবাদিক বৈঠকে তা বর্ণনা করেছেন ট্রাম্প। অস্ভিভূত বন্দুকবাজকে ইতিমধ্যে প্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর আনুমানিক বয়স ৬০ বছরের কাছাকাছি। জানা গিয়েছে, যুবক ক্যালিফর্নিয়ার বাসিন্দা। খামার পর নিরাপত্তাবাহিন্ দিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন খোদ ট্রাম্পই। শনিবারের ঘটনার দস্তক শুদ্ধ করেছে এফবিআই। ডিরেক্টর কাশ পটেল এ বিষয়ে যে কোনও তথ্য কারওর জানা থাকলে কে কত পক্ষকে জানাতে বলেছেন। আমেরিকার অ্যাটর্নি জেনারেল জানিয়েছেন, দস্তক চলছে।

ভগবান গৌতম বুদ্ধের বার্তা এখনও প্রাসঙ্গিকঃপ্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ এপ্রিল : মন কি বাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশবাসীকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, মে মাস একটি শুভ মুহূর্তে শুরু হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করব। আমি সকল দেশবাসীকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই। ভগবান গৌতম বুদ্ধের জীবন-বার্তা আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, শান্তির সূচনা হয় অন্তর থেকে। তিনি বলেছেন, নিজের উপর বিজয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়। বিশ্ এখন যে ধরনের উত্তেজনা ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাতে বুদ্ধের চিন্তাভাবনা এই সময়ে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আজকের ‘মন কি বাত’-এ আমি এমন এক শক্তি নিয়ে কথা বলতে চাই যা অদৃশ্য। কিন্তু তা হা ছাড়া আমাদের জীবন এক মুহূর্তের জন্যও অসম্ভব। এই সেই শক্তি যা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটি আমাদের বায়ু শক্তি। আজ এই বায়ু শক্তি ভারতের উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় রচনা করছে। ভারত সম্প্রতি বায়ু শক্তির ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছে। এখন ভারতের বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫৬ গিগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। এখন বায়ু শক্তি ক্ষমতার দিক থেকে ভারত বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিপুল ভোটদানে সন্তোষ প্রকাশ প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার নির্বাচনে ৯২ শতাংশেরও বেশি ভোট পড়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি সূর্যকান্ত।তিনি জানিয়েছেন, ভারতের একজন নাগরিক হিসেবে এই বিপুল ভোটদানের হার দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর মতে, মানুষ যখন ভোট দেন, তখন গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়। যখন সাধারণ মানুষ তাঁদের ভোটারে গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেন, তখন তাঁরা আর হিংসার পথে পা বাড়ান না। এইসঙ্গে বিচারপতি বাগচীও মন্তব্য করেছেন যে, নির্বাচনে হিংসার বা কোনও ঘটনা ঘটেনি।সলিসিটর জেনারেল তৃষার মেহতা ৯২ শতাংশ ভোটদানকে ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, মুষ্টিমেয় কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে নির্বাচন শান্তিপূর্ণই ছিল এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীও অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছে।এই প্রসঙ্গে বিচারপতি বাগচী আরও একটি তাপূর্ণপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন যে, রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় ঠিকই, কিন্তু প্রাণ যায় সাধারণ মানুষের।

হরিপালের সভা থেকে তৃণমূলের সমালোচনা প্রধানমন্ত্রীর

হরিপাল, ২৬ এপ্রিল : রবিবার হরিপালের সভা থেকে তৃণমূলকে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, নবাম থেকে সরকার চলে না। হয় এই সরকার চালায় তৃণমূলের গুন্ডা, মস্তানেরা। নয়তো হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর সরকার সোজা হয়। তিনি আরও বলেন, তৃণমূল সরকার এখানে তাদের কুকর্মের কারণে মানুষের ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। এই জন্য লোক প্রায়ই আদালতে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। রাজ্যের শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের মন্ত্রী হাজার হাজার যুবকের ভবিষ্য নষ্ট করে দিয়েছেন। স্বদেশনশীল সরকার হলে নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করত। কিন্তু আদালতকে এখানে তদন্তের নির্দেশ দিতে হয়েছে। তৃণমূলের বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্য। তিনি বলেন, সব জয়গায় রাজা সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনা করে। সুরক্ষার দায়িত্ব তাদেরই থাকে। কিন্তু ২০২৬ সালে কী হল দেখেছেন তো? আদালতের মনে হয়েছিল, সরকার সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে পারবেন না। তাই আদালত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল। তৃণমূল সরকার কেন্দ্রীয় তদন্তকারীর কাজে বাধা সৃষ্টি করছিল। প্রমাণ লোপাটের চেষ্টাও হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন।নরেন্দ্র মোদী বলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আহ্বান মনে রাখবেন। তিনি বলেছিলেন, রক্ত দাও, স্বাধীনতা দেব। দেশের মানুষ সব দিয়েছিলেন। আপনারা আমাদের একটা ভোট দিন, আশীর্বাদ দিন, আমরা তৃণমূল থেকে মুক্তি দেব। জঙ্গলরাজ, ভয়, দুর্নীতি, মহিলা নির্বাচনে, বেকারত্ব, অনুপ্রবেশকারী থেকে মুক্তি দেব। তৃণমূলের আমলে সবচেয়ে বড় ধোঁকা হয়েছে মা-বোনদের সঙ্গে। তাই মা-বোনদের মধ্যে রাগ ভরপুর। সদেশশখালিতে কী হয়েছে মনে আছে তো! এটা কখনও ভুলবেন না। তৃণমূল সরকারের কোনও হেলদোল ছিল না। তবে চিন্তা নাই। ৪ মে-র পর বিজেপি সরকার সব কিছুর হিসাব করবে। আর অত্যাচারীদের সহ্য নয়। বিজেপি মা-বোনদের সুরক্ষাও দেয়, সম্মানও করে।

ক্যামাক স্ট্রিটের জনসভায় পুলিশ এবং কমিশনকে কটাক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের



কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : ‘ কমিশনকে দেখুন! চেয়ারকে সম্মান করি। ইতিএম যন্ত্র কেউ দখল করতে গেলে আপনারদের তো দেখা উচিত। লোডশেডিং তো হওয়া উচিত নয়। কারেন্ট অফ করে, কন্সল মুড়ি দিয়ে লুট করতে যাচ্ছে। ওদের অন্য মতলব আছে। কিন্তু আপনারা এতে ফাঁসবেন না। অন্য কাউকে ফাঁসতে দেবেন না।’’ ক্যামাক স্ট্রিটের জনসভায় কমিশনকে কটাক্ষ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।পুলিশকে কটাক্ষ করতে গিয়ে তিনি বলেন, এখানকার পুলিশের কথা আর কী বলব। বিজেপি দেশে দেখে লোক নিয়ে এসেছে। কোনও পদক্ষেপ ওরা করে না। আমাদের দলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে। ৪ তারিখের পর ওরা চলা যাবে। আপনারা থেকে যানেন। আপনাদের আমরা মিষ্টি খাওয়াব। আপনাদের পরিবারকে দেখব। কেন বিজেপির হয়ে কাজ করবেন? আমি চাই, আপনারা তৃণমূলের হয়েও কাজ করুন। রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করুন। এটা আমার অনুরোধ।’’তিনি আবেদন করেন, ‘ আপনারা বাস্তবতার মাঝে এতটা সময় দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ। ভাল থাকুন, সপথে থাকুন। ভোট দিন আমাদের।’’

চারমিনার এক্সপ্রেসে আগুল, অগ্নের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

হায়দরাবাদ, ২৬ এপ্রিল : ভয়াবহ আগুন লাগল চারমিনার এক্সপ্রেসে। ট্রেনের এস-৫ কোচে আচমকা আগুন লেগে যাওয়ায় তীব্র আতঙ্ক ছাট্টিয়ে পেল যাত্রীদের মধ্যে। রবিবার ভোরে তেলঙ্গানার ইয়াদাদ্রি ভুবনগিরি জেলার আলের স্টেশনের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে রেলের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রেন থামিয়ে দেন। তারাই নিরাপদে যাত্রীদের কামরা থেকে নামিয়ে আনেন। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও যাত্রী হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।আলের রেল স্টেশনে ট্রেন ঢোকার সময়ে যাত্রীরা কামরার ভিতর থেকে খোঁয়া বেরোতে দেখেন। এর পরেই আচমকা এস-৫ কোচে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। আতঙ্কে ছুড়েছুড়ি পড়ে যায় যাত্রীদের মধ্যে। খবর পেয়ে রেলের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রেন থামিয়ে দেন। তারাই নিরাপদে যাত্রীদের কামরা থেকে নামিয়ে আনেন।

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা

রাশিফল

মেঘঃআজকের দিনটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং উদমী দিন হবে। আপনি আপনার ভেতরের শক্তি অনুভব করবেন এবং উৎসাহের সঙ্গে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

বৃষঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিকসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং দ্বর্ষা। আপনার খরচে অপ্রত্যাশিত উত্থান আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে।

মিথুনঃ আজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য যোগাযোগের দিন। আপনার মধ্যে নতুন ধারণা এবং সৃজনশীলতা ফুটে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষমতা আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

কর্কট রাশি : আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পূরন্তরত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রতীয়ী অনুভব করবেন। শুভদিন সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উদমী এবং ইতিবাচক দিন।

কন্যা :চোখে ছানির রোগীদের দৃষ্টি বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বিবাহের মেগা হতে পারে।

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি সম্প্রীতি এবং ভারসাম্য বয়ে।

আনবে। সন্তান জন্মতে পারে আজ। বৃশ্চিকঃপিতা আপনাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। কিন্তু মনোক্ষুণ্ণ হবেন না।

ধনুঃনতুন জাতির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উসাহ এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে, তবে আপনার অধ্যবসায় এবং সাহসের সঙ্গে আপনি সমস্ত অসুবিধার মুখোমুখি হতে সক্ষম হবেন।

মকরঃ আনন্দদায়ক সফর এবং সামাজিক জমায়েত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে।

কুন্তঃ আজকের দিনটি কুন্ত রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর হবে। আপনার সামাজিক জীবনে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে, যা আপনাকে সুখ এবং তৃপ্তি এনে দেবে। ব্যবসায় সাক্ষ্য হতে পারে মীনঃবুদ্ধরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করার যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। আপনি রক্ষণশীল বৈশিষ্ট্যের বিনিয়োগে করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। পরিবারের সদস্যরা অথবা স্ত্রী কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ থেকেই।

আবহাওয়া

হাঁসফাঁস গরমের মধ্যে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস জমাট পড়তে।-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিও। তবে গরমের অস্বস্তি জারি থাকবে। কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রবিবার থেকে। রবিবার এবং সোমবার মোড়ো হাওয়ার বেগ থাকবে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বুধবার পর্যন্ত তা চলবে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং বজ্রপাত হতে পারে শহরে। তার ফলে তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। কিন্তু গরমের অস্বস্তি থাকবে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বশিল্প তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি।আগিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং মোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুর্কুলিয়া, বাকু ডায়। রবিবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং বাকুডায় বর্ধ-বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার দুই বর্ধমান, পুর্কুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বাকুড়া, উত্তর ও ২৪ পরগণায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর মঙ্গলবার হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাকুডায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের সম্ভাবনা। বৃষ্টি হতে পারে বাকি জেলাতেও। বুধবার উত্তর ও ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬২শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং ১০ রাত ৫৫টা। ভাটা-দুপুর ০২টা ৫০মিনিট এবং ২ রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় :সকাল ৫টা ০৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

৮০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধীকে ভোটের ডিউটি কমিশনের

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ২৬ এপ্রিল : কুলতলি বৃধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নির্বাচন। নির্বাচন কমিশনের তরফে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে সমস্ত ডি সি আর শিতে। আর ৮০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনের ডিউটি দেওয়া হয়েছে এবার কুলতলির পাঁচুয়াখালি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলমকে। ২০২১ সালে এক দুর্ঘটনার পর থেকেই তিনি শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন। সেই কারণে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাকে ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। তবে হঠাৎ করেই তিন দিন আগে প্রসাইডিং অফিসারের একটি চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছায়, যেখানে তাকে নির্বাচনের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কুলতলির বিভিন্ন ও তথা ব্লক ইলেকশন অফিসারের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনার দ্বোত প্রকাশ করছেন জাহাঙ্গীর আলম। অবিলম্বে সমসার সুরাহা করে তাকে ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। তবে এ্যাপারেশন ব্লক নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনো মন্তব্য করা হয় নি।

স্ত্রীকে খুন করে পলাতক স্বামী

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নরেন্দ্রপুর, ২৬ এপ্রিল : নরেন্দ্রপুর স্ত্রীকে খুন করে পলাতক স্বামী নরেন্দ্রপুরে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন একটি আবাসনে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেল। অসুস্থ ছেলেকে পাশের ঘরে রেখে স্ত্রীকে খুন করে পলাতক অধ্যাপক স্বামী। জানা গিয়েছে, আবাসনের দ্বিতীয় তলায় স্বামী সৌমিক দাস, স্ত্রী এনাঙ্গী ও তাদের ৮-বছরের ছেলে থাকতো। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব বেশি যোগাযোগ ছিল না তাদের। প্রায় চার খবর আগে এই আবাসনে গুটেন তারা। রবিবার সকালে কাজের মহিলা রিক্সা অধিকারী ফ্ল্যাটে এসে বারবার ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া পাননি। শনিবার রাত ৮টা নাগাদ ফোন করেও যোগাযোগ করতে পারেননি তিনি। সকালে আবার ফোন করলেও না পেয়ে ফ্ল্যাটে আসে সে। এরপর একপ্রতিকেশীর কাছ থেকে মেন গেটের চাবি দিয়ে উল্লের উঠে দরজায় হাত দিতে তা খুলে যায়। ভেতরে ঢুকে তিনি দেখেন, একটি ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছে অসুস্থ ছেলে, আর অন্য ঘরে বিছানার উপর পড়ে রয়েছে এনাঙ্গীসহ নিখর দেহ। সেই সময় মশারির ও টাঙানো ছিল। তবে স্বামী সৌমিক দাসের কোনও খোঁজ মেলেনি। ঘটনার পর প্রতিবেশীদের ডাকা হয় এবং আবাসনের বাসিন্দারাই খবর দেন নরেন্দ্রপুর থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে কিছু ব্লেরই থাকতেন মৃতার বাবা-মা, তাঁদের ও খবর দেওয়া হয় দেহটি উদ্ধার করে নোনারপুর গ্রামিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার দেহ মর্যনাতত্ত্বে পাঠানো হয়। কীভাবে মৃত্যু হল, তার রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই পলাতক স্বামীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

স্ট্রং রুম দেখতে গিয়ে মদ্যপ অবস্থায় আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর, ২৬ এপ্রিল : কর্মীদের ফোন পেয়ে রাতে স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা দেখতে এসে আক্রান্ত প্রার্থী নানুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস। প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ খোদ তৃণমূল প্রার্থী বিধান মঞ্জির নেতৃত্বে আক্রমণ চালানো হয়েছে খোকন দাসের উপর। অন্যদিকে, মদ্যপ অবস্থায় আসার অভিযোগ ওঠে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে। দুই পক্ষের চাপান উভারে সরগরম হয়ে ওঠে বোলপুর। শনিবার মধ্যরাতে বোলপুর কলেজের অদূরেই ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, কর্মীদের কাছে খবর পেয়ে স্ট্রং রুমের পরিস্থিতি দেখতে শনিবার মধ্য রাতে বোলপুর কলেজে গিয়েছিলেন নানুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। সেবান থেকে ফিরে যাওয়ার সময় তৃণমূল প্রার্থী বিধান মঞ্জির নেতৃত্বে তাঁর উপর প্রাণঘাতী হামলা চালান হয় বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে রবিবার বোলপুর থানায় বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা-কর্মীরা। খোকন দাস বলেন, তামিা রাতে স্ট্রং রুম দেখতে এসেছিলাম, দেখলাম তৃণমূলের লোকজন নেশাশস্ত অবস্থায় উঠে থেকে স্ট্রং রুমের ভিতরে বসে বসে ফিরে যাওয়ার সময় তৃণমূল প্রার্থীকে আঁঠু দিয়ে ধাক্কা দিয়েছে। আমি আইসিপকে বিষয়টি দেখার জন্য বললাম, উলটে আইসি আমাকে বলেন, ‘আমারই নাকি অশান্তি করতে এসেছি। আইসি আমাকে ধমক দিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করেন। এরপর এক কিলোমিটারের মধ্যে তৃণমূল আমার উপর হামলা চালায়। সিলেমার কায়াদায় আমার গাড়ি চারিদিকে ঘিরে ধরে বাঁশ, শাবল দিয়ে আমার গাড়ি ভাঙচুর করে। ধারাল জন্তু এবং আগোড় দিয়ে আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে।

পর পর দাঁড়িয়ে সাঁজোয়া গাড়ি, দ্বিতীয় দফা ‘পিসফুল’ রাখতে কামান দাগা শুরু

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ এপ্রিল : প্রথম দফার ভোটে ভূরি ভূরি প্রশংসা কুড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন। রক্তপাতহীন, হিংসাহীন, ছাপ্পার অভিযোগহীন ভোট করিয়েছে বন্দে। অন্তত শাসক থেকে বিরোধী দলের একটা অংশ এ কথা মানছে। দ্বিতীয় দফায় আরও বড় পরীক্ষা। কলকাতা-সহ দক্ষিণসেের ১৪২ আসনে ভোট। বেশির ভাগ আসনই ‘হাই ভোল্টেজ’। কমিশনও যে এ বার আরও কসে কোমর বঁধেছে, তা বোঝাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে শনিবার টহলে নেমেছিলেন ডিজি CRPF জিপি সিং নিজে। রবিবারই এক্স হ্যান্ডেল আগে সাজোয়া-সমারোহ পোস্ট করলেন তিনি। সঙ্গে লিখলেন, ‘আমাদের শক্তি, দৃকুতীদের



কমিশন। বিশেষ করে দ্বিতীয় দফায় যে সব কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলেও ‘বিস্ট’ মোতায়েন নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিরোধীদেের একাংশের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই শক্তি-প্রদর্শন ভোটারদের আস্থা বাড়াবে। শাসকল অবস্থা মানছে, ভোটে এই ব্যবস্থা রাখাই হয়। তবে সাজোয়া গাড়ি নামিয়ে দেওয়া নিয়ে আগেই তৃণমূল বলেছে, এখানে গণতন্ত্রের উৎসব হচ্ছে, যুদ্ধ নয়। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বাংলার মাটিতে নিরাপত্তার ছবিটা এ বার অনেকটাই অন্য রকম। রাত্ায়া রাত্ায়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল, স্পর্শকাতর এলাকায় নজরদারি, আর তার মাঝেই নজর কাড়ছে ঝটিক্াচ-এর বিশেষ সাজোয়া যান ‘বিস্ট’। ভোটের দিন এই প্রস্তুতি কি কাজে লাগবে? নাকি প্রথম দফার মতোই ভোট হবে শান্তিপূর্ণ? সেদিকেই নজর সব মহলের।

কমিশনের আতশকাচে যাদবপুর-কলকাতা থেকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ! বড় কিছু ঘটতে চলেছে?

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে এবার নির্বাচন কমিশনের আতশকাচের তলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলগুলি। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় বাদেও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল ও ক্যাম্পাসে নজরদারি বাড়াচ্ছে কমিশন। হস্টেলগুলিতে শুরু হবে সুপার চেকিং। সুচারু খবর, এই সব হস্টেলগুলিতে প্রচুর বহিরাগত দেখা গিয়েছে বলে কমিশন খবর পেয়েছে। তার পরিস্কেক্ষেিতে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে হস্টেলগুলিতে। কোথায় কোথায় নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে? আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। বৃধবার সাতটি জেলার ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এই জেলাগুলির একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে বহিরাগতদের অনাগোনা বাড়ছে বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বেলগাছিয়ায় ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।



বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে। একটি বুথের পুনর্নির্বাচন হচ্ছে না। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, প্রথম দফার থেকেও দ্বিতীয় দফায় নিরাপত্তা আটোঁসটিো হবে। দ্বিতীয় দফাতেও অবধা ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে বহিরাগতদের অনাগোনার খবর পেয়েই নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল কমিশন।

এই গরমে প্রার্থীর নাম লেখা পাণীয় জলের বোতল নিয়ে অভিনব প্রচার কৌশল তৃণমূলের

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৬ এপ্রিল : বৃধবার শেষ দফার নির্বাচন। আর তার আগে শেষ বেলায় অভিনব কৌশলে ভোটের প্রচারে নামলেন জয়নগর বিধানসভার দুবারের বিদায়ী বিধায়ক ও এবারের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস। প্রার্থীর নাম লেখা জলের বোতল নিয়ে অভিনব প্রচার করলো তৃণমূল জয়নগরে। দেওয়াল লিখন, ফ্রেশ ফেস্টুনের চিরাচরিত প্রচার পদ্ধতি তো ছিলোই। আর এবার ভোট-প্রচারে অভিনবত্ব এনেছেন অনেকেই। গত কয়েক বছরে প্রচারের অঙ্গ হিসেবে হাতে হাতে প্রার্থীর নাম লেখা টি-শার্ট, জাভা এমনকী চাবির রিং চোখে পড়েছে। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে প্রার্থীর নাম লেখা জলের বোতল হয়ে উঠেছে ভোট-প্রচারের বিশেষ অঙ্গ আর এমনই অভিনবত্ব চোখে পড়লো জয়নগরের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বনাথ দাসের প্রচারে। জয়নগর থেকে এবারও তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছে বিশ্বনাথ। ২০১৬ সাল থেকে এই কেন্দ্রে জিতছেন তিনি। এবার জিতলে এখানে জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলবেন এই ইতিহাসের শিক্ষক। নাম ঘোষণার পর থেকেই প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি। গত একমাস ধরে ১২টি



হয়। এলাকার ১২টি পঞ্চায়েত ও একটি পুরসভার প্রতিটির জন্য তিন হাজার করে বোতল বরাদ্দ করা হয়েছে। নির্বাচনী তহবিল থেকেই এই খরচ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। বিশ্বনাথ দাস বলেন, এই গরমে পথে বেরিয়ে জল পান্যাইছে। এমনিতেই কর্মী সমর্থকদের জন্য জলের বোতলের ব্যবস্থা করতে হয়। সেটাই যদি প্রচারে কাজে লাগানো যায়, ভালই হয়। সে কথা ভেবেই এই উদ্যোগ। আর এই ধরনের উদ্যোগ ভোটারদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠায় খুশি প্রার্থী নিজেও।

‘জয় বাংলা’ এবং পাল্টা ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান ঘিরে দু’দলের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ এপ্রিল : ‘জয় বাংলা’ এবং পাল্টা ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান ঘিরে দু’দলের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি, উত্তপ্ত উত্তর হাওড়ার বামুনগাছি এলাকা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ তুললো তৃণমূল। ভোটের মাত্র ৭২ খন্টা আগে রবিবার দুপুরে ওই ঘটনা ঘটে। স্লোগান এবং পাল্টা স্লোগান ঘিরে তৃণমূল-বিজেপির হাতাহাতিতে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়। ‘জয় বাংলা’ এবং পাল্টা ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান ঘিরে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে ওই গন্ডগোল বাধে। এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বামুনগাছির বি রোডে। সূত্রের খবর, উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থী উদ্দেশ রাই ভোজপুরি অভিনেতা সাংসদ রবি কিষাণজিকে নিয়ে রবিবারের প্রচারে বের হন ওই এলাকায়। সেই সময় তৃণমূল পাটি অফিসের সামনে দিয়ে রোড শো চলাকালীন তৃণমূলের কর্মীরা তখন ‘জয় বাংলা’ স্লোগান নেন। পাল্টা বিজেপি’র কর্মীরা ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান তোলেন। একেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দু’দলের কর্মীদের মধ্যেই ব্যাপক ধস্তাধতি শুরু হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল বিরাট পুলিশবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তারাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ তোলে তৃণমূল। পাল্টা বিজেপির তরফ থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাদের কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ তোলা হয়। এদিনের ঘটনা নিয়ে ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, তদ্রূা সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। এই ব্যাপারে থানায় এবং নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হবে। বিজেপি বুকে গেছে বাংলায় তাদের জয়গা নেই। সাত নম্বর ওয়ার্ডে তারা হারতে চলেছে। আমরা এখানে স্লোগান দিয়েছিলাম ‘জয় বাংলা’। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে আমাদের উপর লাঠিচার্জ করে। এটা পুরোটাই বিজেপির চক্রান্ত। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে



দিকে থাকা বিজেপি কর্মীদের ধরে ওরা মারার করে। আমাদের মিছিলের উপর তৃণমূলের গুন্ডারা হামলা করেছে। আমাদের দাবি, যারা হামলা করেছে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে। আমরা এই নিয়ে হাওড়ার পুলিশ কমিশনারকে অভিযোগ জানিয়েছি। নির্বাচন কমিশনেও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এইসব গুন্ডারা যদি ভোটের আগে গ্রেফতার না হয় তাহলে ভোটের দিন অবধা এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কখনোই করা সম্ভব নয়। এদিকে, এই বিষয়ে হাওড়া জেলা সদর আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরবিন্দ দাস বলেন, ‘জয় বাংলা’ স্লোগান বিজেপির কাছে এক আতঙ্কের জায়গা। এদিন ৭ নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের সংগঠনের কর্মীরা পাটি অফিসে বসেছিল। বিজেপির প্রার্থী কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পাটি অফিসে ঢুকে ছেলেদের মারধর করে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে তারা। তারা দেখাবে আমাদের পাটির কর্মীদের মারধর করেছে তার বিচার আমরা চাই। তারা জানে তারা হারবে সেই জন্য শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের কর্মীদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছে।’

ভোটের আগে হাওড়ায় শেষ রবিবারীয় প্রচার জমজমাট

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ এপ্রিল : আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে শেষ রবিবারের প্রচারে জমে উঠল হাওড়া সদর এলাকা। এদিন সকালে মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরূপ রায়ের সমর্থনে এক মহামিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৫নং ওয়ার্ডের বেজপুকুর মাঠে (ওলাবিবিতলা লেন) থেকে ওই মহামিছিল শুরু হয়। এরপর স্বামী বিবেকানন্দ রোড, কাসুন্দিয়া রোড, নেতাঞ্জি সুভাষ রোড, জি.টি.রোড হয়ে মিছিল মল্লিক ফটকে শেষ হয়। কর্ণাটা ওই শোভাযাত্রায় ছড় খোলা উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী অরূপ রায়। গাড়িতে ছিলেন শ্যামল মিত্র, নিলয় ঘোষাল, সুশোভন চ্যাটার্জি, মৃণাল দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মহামিছিলে পা মেলান স্ব্ব কর্মী সমর্থক অন্যদিকে, হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রাবস্তী সিং এর সমর্থনে রবিবার বিকেলে প্রচার করেন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী এবং এআইসিসি সদস্য অলকা লাষা। এদিন শিবপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রাবস্তী সিংগিকে নিয়ে তিনি রোড শো করেন। জাপানিগেট থেকে দাসনগর পর্যন্ত ছড় খোলা জিপে রোড শো করেন। এদিন রাত্ার প্রচারে এসে তিনি বিজেপির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, অবিরেজিপি গোটা দেশজুড়ে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতি করছে। বিজেপি ভাঙার চেষ্টা করছে আর কংগ্রেস জোড়ার চেষ্টা করছে। মানুষের রুচি, রুজি এবং বেকারত্ব নিয়ে কংগ্রেস কথা বলছে। তৃণমূলও মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে নর্থ। তাই মানুষকে তাদের ওপর আস্থা রাখতে বলছি। এদিকে কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রাবস্তী সিং জানান, হাওড়ার দাসনগর শিখাধরদের পুনরুজ্জীবকে ইস্যু করে তারা নির্বাচনে লড়ছেন। বাংলার যুবক-যুবতীরা চাকরি চাইছেন, ভাতা নয়।

বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, গোসাবা, ২৬ এপ্রিল : ভোটের আগে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠলো গোসাবা। এবার বিজেপির হয়ে রাজনৈতিক প্রচার করার অভিযোগ এক বিজেপি কর্মীকে বেষড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দৃকুতীদের বিরুদ্ধে। শনিবার রাত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা বিধানসভার কচুখালি ১ নম্বর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম সনাতন গায়েন। বর্তমানে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় কান্নি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা সাধীন। জানা গিয়েছে, সনাতনের মাথা ও হাতে গুরুতর চোট লেগেছে। সম্ভ্রতি তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, গোসাবা এলাকায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা-কর্মী সম্ভ্রতি দল বদল করে বিজেপিতে গিয়েছেন, তাঁদের অনুগামী হিসেবেই সনাতনের দলদল। সনাতনের অভিযোগ, তৃণমূ ল করার সময় কোনও সমস্যা হানি। কিন্তু বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁকে টাগেটি করা হচ্ছিল। জমি সংক্রান্ত বিবাদের অজুহাতে কাঠের বাটাম দিয়ে তাঁকে বেষড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় এলাকার তিন তৃণমূল কর্মী স্বপন মণ্ডল, সুধীর মণ্ডল এবং স্বদেশ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ছন্দে ফিরছে দিঘা সমুদ্র সৈকত

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা, ২৬ এপ্রিল : প্রথম দফার ভোট শেষ হতে না হতেই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে দিঘা, মন্দারমণি সমুদ্র সৈকত। গত ২৬ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট ছিল পূর্ব মেদিনীপুরে। ভোটের সময়ে অশান্তি এড়াতে যাতে বহিরাগত লোকজন যাতে হোটেলে থাকতে না পারেন সে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার ভোট দিতে গেছে। গুন্ডারের সকাল থেকে দিঘার দোকানপাট, হোটেল খুলতে শুরু করলেও পর্যটনের দেখা মেলেনি। হোটেল মালিকরা জানাচ্ছেন, প্রথম দফার ভোট মিটলেও ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট আছে। ৪ মে ফল ঘোষণা। তার আগে পর্যটকের ভিড়ের সম্ভাবনা কম। তবে এ দিন মদের দোকানও খুলেছে। দিঘা,শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুথ সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, ‘কমিশনের নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়েছে। পর্যটকরা এখন নিশ্চিত দিঘা, মন্দারমণি আসতে পারেন। আগামী শনি, রবিবার ভাঙো ভিড়ের আশা করছি।’

ভিক্ষা করে ঘুরে বার্তা শান্তি চাই, শান্তিপূর্ণ ভোট সচেতনে স্বপন বাউল



দূরস্বভাবা, বনস্পতি দে ঙ্গলী, ২৬ এপ্রিল : রাজ্যের ২৩ টি জেলায় ভিক্ষা করে ঘুরে ঘুরে বাউল গানে বলছেন শান্তি চাই, শান্তি চাই। শান্তিপূর্ণ ভোট করতে হবে কেউ শান্তিভঙ্গ করবেন না।শান্তির দূত সন্মানিত, কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সন্মানিত, এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রনব মুখোপাধ্যায় প্রশংসিত, সন্মানিত, আশির্বাদ ধন্য, উপহার স্বরূপ ,পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী উষ্ট্রর স্বপন দত্ত বাউল। সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে নিজের উদ্যোগেই, নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে, সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের মাধ্যমে বার্তা দিয়ে বহুল প্রশংসিত। বহু বছর আগে থেকেই পঞ্চেরত, পৌরনসভা ও লোক সভা বিধানসভা নির্বাচনে সারা রাজ্যের ২৩ টি জেলায় ঘুরে ঘুরে শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তায় বাউল গানে স্বপন দত্ত বাউল একজন সমাজের আইকন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে দিনক্ষণ স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েন রাজ্যের জেলায় জেলায়। প্রথমই কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা সহ বিভিন্ন জায়গায় ও পরে একে একে সকল জেলায় এক মাস ধরে ঘুরে ঘুরে শান্তিপূর্ণ ভোট সচেতন করেন। পাহাড় থেকে সাগরে ,পাহাড় থেকে জলে জঙ্গলে সুন্দরবনে পাহাড় থেকে সমুদ্রে ও জঙ্গল মহলে পাহাড় থেকে সমতলে ঘুরে সচেতন করলেন শান্তিপূর্ণ ভোট চাই কেউ শান্তিভঙ্গ করবেন না। রাষ্ট্রপতির পেরে স্বপন বাউল কোলা ডুগি বাড়িয়ে, একতারার সুরে স্বপন দত্ত বাউল ভোট মুক্তের আবহাওয়ায় শান্তির বার্তা মানুষের মন কেড়েছে। খুবই গরীব দুস্থ মানুষ, খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের উষ্ট্রর স্বপন দত্ত বাউল। তিনি বাউল গানে গানে ভিক্ষা করে যাতায়াত গাড়ি ভাড়া ও খাবার সংগ্রহ করে রাজ্যের ২৩ টি জেলায় ঘুরে ঘুরে একতারার সুরে গানে গানে বলে ওঠেন। হিসসা মুক্ত ভয় মুক্ত ভোট করতে হবে , নিজের ভোট নিজে দিন। সকাল সকাল ভোট দিন , অবধা পঞ্চপাত হীন ভোট হতে হবে। গনতন্ত্রের উপর আস্থা ভরসা রাখতে হবে, একটি ভোটের মূল্য অনেক ভোট নষ্ট কেউ করবেন না। ভোট না দিলে ভোটার কার্ডের মূল্য থাকবে না। বাউল গানে আরও বলেন ধর্ম জাতি বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে যান, গোষ্ঠীর প্রলোভনে কেউ পড়বেন না। ভোট আমাদের বড় উৎসব প্রাণহীন মুক্ত ভোট করতে হবে। ভোটে রক্তপাত ও প্রাণহানি করে মায়ের কোল শূন্য করা চলবে না। এর আগে ২০২৪ লোক সভা নির্বাচনে রাজ্যের ২৩ টি জেলায় ঘুরে ঘুরে, শান্তিপূর্ণ ভোট ও প্রাণহানি মুক্ত ভোটেই বাড়া দিয়ে প্রাণহানি মুক্ত ভোট করতে পেরে স্বপন বাউল সফলতা পান। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, সৃষ্ট সমাজ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে রাজ্যের ২৩ টি জেলায় বাউল গানের মাধ্যমে , শান্তির বার্তা ছড়িয়ে রাজবাণীর কাছে শান্তির দূত স্বপন দত্ত বাউল নামে আজ বহুল প্রশংসিত ও পরিচিত বাংলার মুখ।

কাকদ্বীপে ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ, ২৬ এপ্রিল : বৃধবার রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচন। আর তার নির্বাচনের শেষ প্রস্তুতি রবিবার দেখে গেলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। এদিন বায়ুসেনার কন্ট্রোল করে কাকদ্বীপে নামেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। কাকদ্বীপে ও ৯০ শতাংশ ভোটারদের হার বজায় রাখতে হবে বলে জানান তিনি। সরকারে ভোট দিতে আসার অনুরোধও করেছেন তিনি। রাজ্যে শেষ দফার নির্বাচনকে সম্পূর্ণ অবধা, সৃষ্ট ও শান্তিপূর্ণ করতে কোমর বঁধে নেমেছে নির্বাচন কমিশন। আর সেজন্য ভোটারদের হার বজায় রাখতেই সেরেজমিনে খতিয়ে দেখছেন কাকদ্বীপ সফরে আসেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের অফিসে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে করেনতিনি। সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও তাঁদের নির্বাচনী এক্সট্রদের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা করেন তিনি। নির্বাচনের সময় যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং ভোটারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কমিশন যে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে, তা স্পষ্ট করেছে। এদিনের এই বিশেষ বৈঠক বলে জানা গেল। এদিনের বৈঠকে মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্লোগান ২৪ পরগনার জেলাশাসক, সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সহ নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রশাসনিক অধিকারিকেরা। সব মিলিয়ে, শেষে দফার মহাযুদ্ধের আগে কাকদ্বীপের প্রশাসনিক আধিকারীরা একবারেই ভূদে। বৈঠকের পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ‘সবাইকে অনুরোধ করেছি অবধা ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করবেন আপনারা। আমরা ভুয়ে ভোট, ভয় দেখানো কোনোক্রিই সহ্য করবো না। আমরা সবাইকে আশ্বস্ত করলাম আপনারা যান এবং নির্ভয়ে ভোট দিন।’ ভোটইে পারসেন্টেজ এখানে ৭৬, ৮০, ৮২ থাকে সেই হাে এবার বাড়িয়ে ৯০ শতাংশ করতে হবে বলে জানান তিনি। এরপর তিনি সকলকে অবধা ও ভয় মুক্ত ভোট করানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

ভোটের আগে ভাঙড়ে আবার বোমা উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড়, ২৬ এপ্রিল : ভোটের আগে আবার উত্তপ্ত ভাঙড়। শনিবারের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার আবারও ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিনের ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কাশীপুর থানার অন্তর্গত ছেলোগোয়ালিয়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ অফিসে তৃণমূ ল কর্মীর বাড়ির পিছনে থাকা বাগানে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে একটি ব্যাগের ভিতর থেকে মৌট নয়াটি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তাঁর রাজনৈতিক চাপানুত্তোর শুরু হয়েছে। আইএএফের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল কর্মীরাই বোমা মজুত করে রেখেছিল। তবে তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, দলকে বদনাম করার জন্য আইএসএফ কর্মীরাই রাতেও অন্ধকার বোমা রেখেছে এবং তাজা তৃণমূলের উপর চাপানোর চেষ্টা করেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।



পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী *বসুন্ধরা গোস্বামী এবং পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী স্বপন দেবনাথের সমর্থনে পূর্বস্থলী ২ রুকের মাদা বেনাপুর খেলার মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হলো. উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অতিকবেক বন্দ্যোপাধ্যায়.*

বিশ্বকাপের আগে বড়ড খান্কা ব্রাজিল শিবিরে বাডছে দুশ্চিন্তা

মুম্বই, ২৬ এপ্রিল : আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের আগে নতুন করে উদ্বেগ বাল ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দল-এর শিবিরে। একের পর এক চোট সমস্যা ইতিমধ্যেই দলকে চাপে ফেলেছে, আর সেই তালিকায় এবার যুক্ত হলেন রক্ষণভাগের অন্যতম ভরসায়োগ্য ফুটবলার এডার মিলিতাও। চোটের কারণে তিনি বিশ্বকাপ থেকে কার্যত ছিটকে যেতে পারেন–এমন আশঙ্কাই ঘিরে ধরেছে ব্রাজিল সমর্থকদের। রিয়াল মাদ্রিদ সূত্রে জানা গেছে, মিলিতাও এখনও তাঁর বাঁ-পায়ের পেশির চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি। ফলে চলতি মরসুমে ক্লাবের হয়ে বাকি ম্যাচগুলিতে তাঁর আর খেলার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়েও তৈরি হয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা। দলের গুরুত্বপূর্ণ ডিফেন্ডার হিসেবে তাঁর অনুপস্থিতি ব্রাজিলের রক্ষণভাগে বড় শূন্যতা তৈরি করতে পারে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিলিতাওয়ের পুরনো চোট আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। চিকিৎসকরা এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলেও, তাঁর অস্ত্রোপচারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদি সত্যিই অস্ত্রোপচার করতে হয়, তাহলে তাকে অন্তত চার থেকে পাঁচ মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিশ্বকাপে তাঁর খেলা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি চাপে পড়ছেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো অ্যান্ডোলোভি। বিশ্বকাপের মতো বা টুর্নামেন্টের আগে দলের মূল খেলোয়াীদের ফিট রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বারবার চোটের ধাক্কা পরিকল্পনায় বড়সড় প্রভাব ফেলছে। রক্ষণভাগ নতুন করে সাজাতে হতে পারে তাকে, যা টুর্নামেন্টের আগে খুব একটা স্বস্তির নয়। মিলিতাওয়ের চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকার পর তিনি বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা তুলে। এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোনাল্ডিনিয়ো। রোনাল্ডিনিয়ো আশাবাদী, নেইমার শেষ পর্যন্ত দলে জায়গা পাবেন। তিনি বলেন, আমি আশা করি নেইমার বিশ্বকাপে খেলবে। ও দলে থাকলে ব্রাজিলের জন্য সেটা বড় শক্তি হবে। ওর মতো প্রতিভাবান ফুটবলার খুব কমই আছে। তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, নেইমারের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এখনও দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তিনি। তবে একই সঙ্গে রোনাল্ডিনিয়ো এটাও স্বীকার করেছেন যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোচের। তিনি বলেন, নেইমারকে দলে নেওয়া হবে কি না, সেটা কোচের সিদ্ধান্ত। আমি শুধু চাই, ও সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক এবং দলের হয়ে খেলুক। এই বক্তব্যে একদিকে যেমন সমর্থনের সুর, অন্যদিকে কোচের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মানও ফুটে উঠেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রাজিল দলের জন্য সবচেয়ে বা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে থেলোয়াদিরা বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় প্রতিটি ম্যাচই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেখানে সেরা দল গাতে হলে ফিট ও প্রস্তুত খেলোয়াীরে প্রয়োজন। কিন্তু একের পর এক চোট সেই পরিকল্পনাকে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে।

বিশ্বকাপের টিকিটে আকাশছোঁয়া দাম, ফ্লোভে ফুঁসছেন গুয়ার্দিওলা-ফিফার বিরুদ্ধে বঞ্চনার গুরুতর অভিযোগ

মুম্বই, ২৬ এপ্রিল : ফুটবল বিশ্বকাপ ঘনি়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ছে উত্তেজনা, তবে তার পাশাপাশি বাছে বিতর্কও। এবার সেই বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছে টিকিটের অগ্নিমূলা এবং বিশেষভাবে সক্ষম সমর্থকদের জন্য বৈষম্যমূলক নীতির অভিযোগ। আর এই ইস্যুতেই সবব হয়েছে বিশ্বের অন্যতম সেরা কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তাঁর বিক্ষোভক মন্তব্যে নতুন করে চাপে পড়েছে ফিফা। শনিবার এক অনুষ্ঠানে গুয়ার্দিওলা সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার নীতির বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য, বিশ্বকাপ একসময় ছিল ফুটবলপ্রেমীদের উসব, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমর্থকরা এসে নিজেদের প্রিয় দলকে সমর্থন করতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই চিত্র বদলে গেছে। তাঁর কথায়, ফুটবল এখন ধীরে ধীরে ধনীদের খেলায় পরিণত হচ্ছে। সাধারণ সমর্থকদের জন্য এই খেলায় জায়গা ক্রমশ কম যাচ্ছে। বিশেষ করে বিশ্বকাপের টিকিটের দাম নিয়ে ফ্লোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। অভিযোগ, টিকিটের মূল্য এতটাই বেড়ে গেছে যে সাধারণ দর্শকদের পক্ষে তা কেনা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। শুধু টিকিটই নয়, টুর্নামেন্ট চলাকালীন পরিবহণ খরচ-বাস, ট্রেন, এমনকি অবসানের খরচও আকাশচোঁয়া। ফলে একসময় যে বিশ্বকাপ ছিল জনতার উৎসব, তা এখন অনেকের কাছেই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক অভিযোগ উঠেছে বিশেষভাবে সক্ষম সমর্থকদের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানে সামনে এসেছে একাধিক গুরুতর ত্রুটি। জানা গেছে, হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী দর্শকরা নিজেদের



পারেন না, তাঁদের জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠছে। এখানেই শেষ নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কোয়ারগিভার টিকিট পাওয়া গেলেও তারা একসঙ্গে বসতে পারবেন কিনা, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অর্থা, একজন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি তাঁর সহায়কের সঙ্গে ম্যাচ দেখতে পারবেন কিনা, সেটিও অনিশ্চিত। এই পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মানবাধিকার কর্মীরাও। অন্য একটি বড় অভিযোগ টিকিটের দামের বৈষম্য নিয়ে। ‘সিটিং’ বা বিশেষভাবে সক্ষম দর্শকদের জন্য নির্ধারিত আসনের দাম সাধারণ টিকিটের তুলনায় বহুগুণ বেশি। যা একদিকে আর্থিক চাপ বাড়চ্ছে, অন্যদিকে এই নীতির

দর্শকদের জন্য ‘টিকিট’ বা কোয়ারগিভার টিকিট বিনামূল্যে দেওয়া হতো। কিন্তু এবার সেই সুবিধা তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন তাঁদের নিজেদের টিকিটের পাশাপাশি সহায়কের টিকিটও উচ্চ মূল্যে কিনতে হচ্ছে। সংখ্যার হিসেবে এই মূল্যবৃদ্ধি আরও স্পষ্ট। চার বছর আগে বিশ্বকাপে যেখানে বিশেষভাবে সক্ষম দর্শকদের টিকিটের দাম ছিল প্রায় ১০ ডলার, এবার তা বেে দাঁড়িয়ে ১৪০ থেকে ৪৫০ ডলারের মধ্যে। অর্থাৎ, মাত্র চার বছরে প্রায় ৬০-৪০ গুণ মূল্য বৃদ্ধি। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই মূলত ফ্লোভের আগুনে ধি রেলেছে। গুয়ার্দিওলা তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সমর্থকরা না থাকলে ফুটবলও থাকবে না। তার মতে, ফুটবলকে কেগ্র করে যে বিশাল

ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই পরিস্থিতিতে চাপ বাড়ছে জিয়ানি ইনফান্তিনো-র উপরও। ফিফা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁকেই এখন এই বিতর্কের জবাব দিতে হবে এবং সমাধানের পথ দেখাতে হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে, টিকিটের মূল্য পুনর্বিবেচনা করা হোক এবং বিশেষভাবে সক্ষম সমর্থকদের জন্য মানবিক নীতি ফিরিয়ে আনা হোক। সব মিলিয়ে, বিশ্বকাপের আগে এই বিতর্ক ফিফার ভাবমূর্তিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে। ফুটবল যে কেবল খেলা নয়, কোটি মানুষের আবেগ-তা আবারও মনে করিয়ে দিলেন গুয়ার্দিওলা। এখন দেখার, সমর্থকদের এই ক্ষোভ ফিফা কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে কী পদক্ষেপ নেয়।

মাথায় গুরুতর চোটের পর স্বস্তির খবর-হাসপাতাল থেকে ফিরেই সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেন লুজি এনগিডি

মুম্বই, ২৬ এপ্রিল :শনিবারের আইপিএল ম্যাচে হঠাৎ করেই নেমে এসেছিল আতঙ্কের ছায়া। লুজি এনগিডি-র ভয়াবহ চোট মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ করে দিয়েছিল মাঠের পরিবেশ। দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে ফিল্ডিং করতে গিয়ে মাথা ও ঘাড়ে গুরুতর আঘাত পান এই দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার। তাকে মাটিতে অচেতন অবস্থায় পাঠে থাকতে দেখে উদ্বেগ ছাড়িয়ে পাে ক্রিকেটার, দর্শক এবং সমর্থকদের মধ্যে। ঘটনাটি ঘটে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম-এ। ম্যাচে তখন চরম উত্তেজনা। ২৬এ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাঞ্জাব কিংসের গুণেশনার প্রিয়াংকু আর্ঘ এবং প্রভাসিমরন সিং দ্রুত রান তুলছিলেন। রান আটকাতে তৃতীয় ওভারে বল হাতে আসেন দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল। সেই ওভারের তৃতীয় বলেই একটি লোপ্লা ক্যাচ ওঠে আকাশে। মিড-অফ অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা এনগিডি ক্যাচটি ধরতে পিছনের দিকে দৌড় শুরু করেন। বলটি তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেলেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালান তিনি। কিন্তু ভারসাম্য হারিয়ে জোরে মাটিতে পাে যান। মাথা এবং ঘাড়ে মারাত্মক ধাক্কা লাগে। সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণায় কাতর হতে থাকেন তিনি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই

অচেতন হয়ে পড়েন। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে দ্রুত মাঠে ছুটে আসেন ফিল্ডিং এবং সাপোর্ট স্টাফরা। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে তাঁর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাতে কোনও সাা মেলেনি। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় মাঠেই অ্যাম্বুল্যান্স ডাকা হয় এবং দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় স্টেডিয়ামে উপস্থিত সকলেই উদ্বেগে প্রাণনা করছিলেন



তার সুস্থতার জন্য। এনগিডিকে ভর্তি করা হয় BLK Super Speciality Hospital-এ। সেখানে তাঁর মাথা ও মেরুদণ্ডের অবস্থা পরীক্ষা করতে একাধিক স্ক্যান করা হয়। রিপোর্ট সামনে আসার পর স্বস্তির খবর মেলে-তাঁর মেরুদণ্ডে কোনও

গুরুতর চোট লাগেনি। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্বস্তি ফিরে আসে ক্রিকেটমহলে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের উদ্দেশে বার্তা দেন এনগিডি। ইনস্টাগ্রামে তিনি লেখেন, এত ভালোবাসা ও বার্তার জন্য ধন্যবাদ। আমি এখন অনেকটাই ভালো আছি। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত বার্তাই সমর্থকদের জন্য বড় স্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। এই

হলে তিনি দলের হোটেল ফিরে যান, যা তাঁর দ্রুত আরোগ্যের ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে। বর্তমানে এনগিডি অনেকটাই স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। যদিও প্রাথমিক বিপদ কেটে গেছে, তবুও কোনও বৃকি নিতে চাইছে না দল। দিল্লি ক্যাপিটালসের মোডিক্যাল টিম নিয়মিত তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছে। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে মাঠে নামানো হবে না বলেই জানা গেছে। চলতি আইপিএল মরসুমে এনগিডির পারফরম্যান্সও উল্লেখযোগ্য। সাতটি ম্যাচে তিনি ইতিমধ্যেই ৭টি উইকেট নিয়েছেন এবং দলের বোলিং আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহেই দলের জন্য ধাক্কা হতে পারে, তবে সবচেয়ে বা বিষয় এখন তাঁর সুস্থতা। এই ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল, ক্রিকেট মাঠে প্রতিটি মুহূর্তই কতটা অনিশ্চিত। একদিকে যেখানে রানের বা, অন্যদিকে হঠাৎ ঘটে যেতে পারে এমন দুর্ঘটনা। তবে দ্রুত চিকিসা ও সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে বা বিপদ এানো সম্ভব হয়েছে। সব মিলিয়ে, ভয়াবহ চোটের পর লুজি এনগিডির দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা নিঃসন্দেহেই স্বস্তির খবর। এখন সমর্থকদের একটাই আশা-তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে খুব শীঘ্রই আবার মাঠে ফিরবেন এবং নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে সাহায্য করবেন।

রিয়ানকে নিয়ে ভাবতেই হবে!’-রাজস্থানের হারের পর নেতৃত্বে কড়া প্রশ্ন তুললেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ

মুম্বই, ২৬ এপ্রিল : আইপিএলের চলতি মরসুমে ওড়ানামার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে রাজস্থান রয়্যালস। ব্যাট হাতে বড় রান তুলেও ধারাবাহিকভাবে জয় পাচ্ছে না দল। আর সেই ব্যর্থতার কেন্দ্রে উঠে এলেন অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে এবার সবব হলেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। সোজাসাপটা ভাষা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন-এবার রাজস্থান ব্রহ্মাঞ্চলিঞ্জর উচিত অধিনায়কত্ব নিয়ে নতুন করে ভাবা। জয়পুরে সানারিজার্স হায়দরাবাদ-এর বিরুদ্ধে হাই-স্কোরিং ম্যাচে ২২৮ রানের বিশাল স্কোর তোলে রাজস্থান। এমন একটি স্কোর সাধারণত ম্যাচ জেতার জন্য যথেষ্ট বলে ধরা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ভিন্ন ছবি। মাত্র ৯ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেট হাতে রেখেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে হায়দরাবাদ। অভিযেক শর্মা ও দিশান কিষান-এর আগ্রাসী ব্যাটিং রাজস্থানের বোলিং ও নেতৃত্বের দুর্বলতা স্পষ্ট করে দেয়। এই ম্যাচে ব্যাট হাতে কার্যত ব্যর্থ হন রিয়ান পরাগ। প্যাট কামিন্স-এর বলে মাত্র ৭ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর থেকে যে দায়িত্বশীল ইনিংস প্রত্যাশিত ছিল, তা একেবারেই দেখা যায়নি। তবে শুধু ব্যাটিং নয়, শেহওয়াগের মূল আগ্রহ ছিল তাঁর কৌশলগত পরামর্শ দিয়ে। ম্যাচ হাতেও পরাগের পারফরম্যান্স হতাশাজনক। আট ম্যাচে তাঁর মোট রান মাত্র ৮৮। তুলেছেন, কেন দলের প্রধান স্পিনারদের সঠিকভাবে ব্যবহার করা হল না। ম্যাচে রবীন্দ্র জাভেজা ও রবি বিষ্ণেই-এই দুই গুরুত্বপূর্ণ স্পিনারকে মাত্র এক ওভার করে বল করানো হয়। এমন সিদ্ধান্তকে তিনি ‘করার মতো’ বলে মন্তব্য করে দিয়ে কখনও কোনও বোলার ম্যাচে প্রভাব ফেলতে পারে না। আরও সুযোগ দিলে ওরাই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারত। এক



কারণ নেতৃত্বের দুর্বলতা। মরশুম শুরুর আগে অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল। কোচ কুমার সঙ্গকারা-র তত্ত্বাবধানে একাধিক নাম উঠে আসে। যশসী জয়সওয়াল কিংবা অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাভেজা-র মতো ক্রিকেটারদের কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয় রিয়ান পরাগকে-যা এখন প্রশ্নের মুখে। ব্যাট হাতেও পরাগের পারফরম্যান্স হতাশাজনক। আট ম্যাচে তাঁর মোট রান মাত্র ৮৮। সর্বোচ্চ স্কোর ২০, গড় ১২.৫৭-এর কাছাকাছি এবং স্ট্রাইক রেটও প্রত্যাশার নিচে। একজন অধিনায়কের কাছ থেকে যে ধারাবাহিকতা আশা করা যায়, তা একেবারেই অনুপস্থিত। শেহওয়াগ এ প্রসঙ্গে বলেন, একজন অধিনায়ক যদি নিজে রান না পায়, তাহলে সেটা তার নেতৃত্বের প্রভাব ফেলে। তখন সে নিজের ফর্ম নিয়েই বেশি চিন্তা করে, দলের কৌশল নিয়ে নয়। যদিও এই ম্যাচে

পরিকল্পিত। তারা শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলেছে এবং রাজস্থানের বোলিংকে চাপে রেখেছে। এতে করে স্পষ্ট হয়েছে, শুধু বড় স্কোর করলেই ম্যাচ জেতা যায় না-সঠিক নেতৃত্ব ও কৌশলও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই হারের ফলে পয়েন্ট টেবিলে চতুর্থ স্থানে নেমে গেছে রাজস্থান। প্লে-অফের লড়াইয়ে টিকে থাকতে গেলে এখন দল কীভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, সেটিই এখন দেখার। সব মিলিয়ে, রিয়ান পরাগের নেতৃত্ব নিয়ে, যে প্রশ্ন উঠেছে, তা আর এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। দল কি নতুন নেতৃত্বের দিকে এগাবে, নাকি বর্তমান অধিনায়কের ওপরই আস্থা রাখবে-এই সিদ্ধান্তই এখন রাজস্থান রয়্যালসের বিবেচ্য বিষয়। শেহওয়াগের বিক্ষোভক মন্তব্য সেই বিতর্ককে আরও তীব্র করে তুলেছে।

জল্পনা উড়িয়ে অপরিবর্তিত একাদশে কেকেআর! পাথিরানা-রাচীন উপেক্ষিত, রাহানের দলে চমক নেই

মুম্বই, ২৬ এপ্রিল : আইপিএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ‘বর’ তকমা বেড়ে ফেলতে মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। লখনউয়ের মাটিতে লখনউ সুপার জায়ান্টস-এর বিরুদ্ধে এই ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে থাকলেও, দল যোষণার পর চমকের বদলে বর অবাক হয়েছেন অনেকেই। কারণ, বহু আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা দুই সম্ভাব্য ‘গেম চেঞ্জার’-মাথিয়া পাথিরানা এবং রাচীন রবীন্দ্র-দু’জনের কেউই জায়গা পেলেন না কেকেআরের প্রথম একাদশ। ম্যাচের শুরুতেই টসে হারেন কেকেআর অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানো। টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন লখনউয়ের অধিনায়ক ঋষভ পদ্ম। ফলে নাইটদের প্রথমে ব্যাট করতে নামতে হয়। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই আশা করেছিলেন, দল কিছু কৌশলগত পরিবর্তন আনবে-বিশেষ করে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের নিরিখে। কিন্তু সেই প্রত্যাশায় জল ঢেলে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই মাঠে নামে কেকেআর। সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল পাথিরানার সম্ভাব্য এবং সেই ধারাবাহিকতাই বজায় রাখা হয়েছে।

কার্যকরিতা কেকেআরের বোলিংয়ে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারত বলে মনে করেছিলেন অনেক বিশেষজ্ঞ। একইভাবে, রাচীন রবীন্দ্রর অলরাউন্ড দক্ষতা-ব্যাট ও বল দুই বিভাগেই-দলের ভারসাম্য আরও মজবুত করতে পারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দুই ক্রিকেটারই শুধু একাদশে না, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার তালিকাতেও জায়গা পাননি, যা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছে দল নির্বাচনের কৌশল নিয়ে।অন্যদিকে, দল অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্তে স্পষ্ট যে টিম ম্যানেজমেন্টে বর্তমান কবিনেশনের ওপর আস্থা রাখছে। হয়তো তারা মনে করছে, খেলোয়াীদের মধ্যে বোঝাপাা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কোনও নতুন কৌশল না নেওয়া কতটা ফলপ্রসূ হবে, সেটাই এখন দেখার। কেকেআরের প্রথম একাদশে রয়েছেন টিম সাইফাট, অজিঙ্ক রাহানো, ক্যামেরন গ্রিন, রডম্যান পাওয়েল, রিদ্ধি সিং, রমণদীপ সিং, অনুকুল রায়, সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তী, বৈভব অরোরা এবং কার্তিক তাগী। এই দলটি আগের ম্যাচেও খেলেছিল এবং সেই ধারাবাহিকতাই বজায় রাখা হয়েছে।

কপালে কালো টিপে লুকিয়ে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি! উবের কাপে সিন্ধুর ডিভাইস ঘিরে বিশ্বজুড়ে চর্চা

হরসেন, ২৬ এপ্রিল : ডেনমার্কের হরসেন শহরে শুরু হয়েছে ব্যাডমিন্টনের মর্যাদাপূর্ণ টমাস ও উবের কাপ। বিশ্বের সেরা দলগুলির লড়াইয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে, কিন্তু ম্যাচের বাইরেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন ভারতের তারকা শাটলার সিন্ধু। কারণ, তাঁর কপালে দেখা গেল এক অদ্ভুত কালো টিপ-যা আদতে কোনও অলংকার নয়, বরং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এক ঝলক। উবের কাপের গ্রুপ পর্বে আয়োজক ডেনমার্ক-এর বিরুদ্ধে ম্যাচে নামেন সিন্ধু। প্রতিপক্ষ ছিলেন লিনে ক্রিস্টোফারসেন। তিন গেমের কটন লাঠিয়ে ২১-১৩, ১৮-২১, ২১-১৭ স্কোরলাইনে ম্যাচ জেতেন সিন্ধু। নির্ণায়ক গেমের ১২-১৫ পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত প্রভাবর্ন করে জয় ছিনিয়ে নেওয়া তাঁর মানসিক দৃঢ়তারই প্রমাণ। তবে ম্যাচের ফলাফলের থেকেও বেশি আলোচনায় উঠে আসে তাঁর কপালের সেই কালো ডিভাইস। এই ডিভাইসটির নাম ‘এটি তৈরি করেছেন দীপিন্দর গোয়েল, যিনি কোমার্টো-র প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত।’ মূলত একটি ক্ষুদ্র প্রযুক্তিগত যন্ত্র, যা কপালে পরা হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এটি একটি ‘মনিটর’-যার কাজ মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা। রিয়েল-টাইমে এই ডিভাইস মস্তিষ্কের ভেতরের কার্যকলাপ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, যা একজন অ্যাথলিটের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সিন্ধুর কপালে দেখা যাওয়া এই ছোট্ট যন্ত্রটি আসলে শুধুমাত্র ক্যাশন নল, বরং তাঁর পারফরম্যান্স উন্নতির একটি হাতিয়ার। ম্যাচ বা অনুশীলনের সময় এই ডিভাইস তাঁর শরীরে নড়াচড়া, মনোযোগ, প্রতিক্রিয়া এবং সামগ্রিক কার্যকারিতা



আর ১৯ বছরের মতো ফিট নই-স্বীকার করেছেন তিনি। তবে তাঁর লক্ষ্য একটাই-২০২৮ অলিম্পিক্স-এ আবারও দেশের জন্য পদক জয়। সেই লক্ষ্য পূরণে তিনি এখন প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছেন, যাতে নিজের পারফরম্যান্সকে আরও নিখুঁত করা যায়। এই ডিভাইসটি এখনও বাজারে আসেনি। পরীক্ষামূলকভাবে এটি ব্যবহার করছেন সিন্ধু, এবং এর পেশেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাঁর স্বামী ভেক্ট দত্ত সাই-এর। সেখানে ইঞ্জিনিয়ার ভেক্ট প্রযুক্তি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন। সিন্ধু জানিয়েছেন, ও ব্যাডমিন্টনের টেকনিক্যাল দিক খুব একটা বোঝে না, কিন্তু প্রযুক্তি বোঝে। আমার উন্নতির জন্য এই ডিভাইসটি এনে দিয়েছে। অন্যদিকে, এই প্রযুক্তি নিয়ে বিতর্কও শুরু হয়েছে। দীপি হদর গোয়েলের

মতে, মানুষ যখন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে, তখন মহাকর্ষ বলের বিরুদ্ধে ক্ষয়ব্রত্ব থেকে মস্তিষ্কে রক্ত পাঠাতে হয়। এতে দীর্ঘমেয়াদে মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহে প্রভাব পাতে পারে এবং বার্ষিক ফ্রাঙ্কি হতে পারে। তবে এই তত্ত্বের সঙ্গে একমত নন ড. সুধীর কুমার। তাঁর মতে, মানব শরীরে ‘অটোরégulation’ এবং ‘মতো জটিল প্রক্রিয়া রয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সাধারণ অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্ত পৌঁছাতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ভেক্ট দত্ত সাইও জানিয়েছেন, এই ডিভাইসটি সিন্ধুর পারফরম্যান্সের বিভিন্ন মেট্রিক ট্রাক করছে। আমরা এখন পরীক্ষামূলকভাবে এটি ব্যবহার করছি এবং প্রাথমিক ফল যথেষ্ট ইতিবাচক। জানা গেছে, প্রায় এক ইঞ্চি আকারের এই ডিভাইসটি একবার চার্জে ৬-৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারে এবং এতে ব্লিথ ব্যবহৃত হয় না। ম্যাচ জয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন সিন্ধু। তিনি লিখেছেন, দু’ঘণ্টার মধ্যে দুটি ম্যাচ খেলেছি। দু’টাই জিততে হত। শরীর মনে করিয়ে দিচ্ছে আমি আর আগের মতো তরুণ নই, তবুও দেশের জন্য জিততে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে।সব মিলিয়ে, সিন্ধুর কপালের সেই ছোট্ট কালো ডিভাইস এখন ক্রীড়াঙ্গণে নতুন কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। প্রযুক্তি ও খেলাধুলার এই মেলবন্ধন ভবিষ্যতে কতটা বা পরিবর্তন আনতে পারে, তা এখনই বলা কঠিন। তবে এটুকু স্পষ্ট-অ্যাথলিটদের পারফরম্যান্স উন্নত করতে প্রযুক্তির ব্যবহার আগামী দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এখন সকলের নজর-এই ‘ডিভাইস সত্যিই কি খেলাধুলার জগতে এক নতুন বিপ্লব আনতে পারে?’

